প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৬৬

প্রকাশক। আশিষ মজুমদার

সাহিত্যপত্রগ্রন্থ

১ কাশী ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬

পরিবেশক। মণীষা গ্রন্থালয় (প্রা) লিমিটেড

৪।৩ বি বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা ১২

মুদ্রক। বিভাস গুহঠাকুরতা

ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস

৯।৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলিকাতা ৯

পচ্ছদপট মুদ্রণ। পি বি. এস. প্রিণ্টার্স

২২ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদশিল্পী। পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

সূচিপত্র

তোতন-কে

অনেক আগেই এই বই বেরতে পারত হয়তো। নানারকম দ্বিধা আলস্য এবং বলা যায়-না-জাতীয় আরো কিছু কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। শেষ পর্যন্ত বন্ধুবান্ধব শুভার্থীদের অনুরোধে উপরোধে আর নিজের আগ্রহ ও তাগিদে এই সংকলন বের হতে পারল। প্রচুর কবিতা বাদ দিয়েছি। প্রধানত ষাট সালের লেখাগুলোই বেছে দিয়েছি, শুধু পঞ্চাশের গোটাকতক কবিতা আছে যেগুলো একেবারে প্রথম দিকে ১৯৫৩-৫৪ সালের দিকে লিখেছিলাম। হয়তো এতে পাঠকদের আমার রচনার উন্নতি-অবনতি বুঝতে সুবিধে হতে পারে। পাণ্ডুলিপি তৈরি করবার সময় তারিখের ক্রম অনুসরণ করতে পারি নি। অধিকাংশ লেখাই পত্রিকা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া, সেগুলো কবে লিখেছি খেয়াল নেই।

একটিই কবিতা

আমার জীবনভোর একটিই কবিতা লিখে যাব
একটিমাত্র কবিতাই লিখে আসছি পৃথিবীর নৈঃশব্দ্যে ভিড়ে
বারবার হাওয়া বইছে অতীতের গন্ধবহ দুর্বলতা বারবার ডাক দিয়ে যায়
কাকে যেন ডাক দেয়, সে কি আমি ? কখনো কখনো
ভেন্টিলেটার থেকে চুঁয়ে পড়া কৃপণ জ্যোৎস্নায়
অসম্ভব ভাগ্যবান মনে হয় নিজেকে, তখন
কেবল গভীর থেকে বাঁশরি বাজায় দূর দূরান্তের বিপুল সুদূর।

আমি কি চঞ্চল হতে পেরেছি কখনো ?
আমি কি তোমার আঁখিপল্লবের নম্রতম রোম ছুঁয়ে ছুঁয়ে
শতধাবিদীর্ণ হতে পেরেছি কখনো ?
আমার ঘরের মেঝে এই দেখ ছিন্নভিন্ন পড়ে আছে নিমন্ত্রণলিপি
ওদিকে বৃথাই নদী বয়ে যায়, প্রতীক্ষায় বসে থাকে তটভূমি জ্যোতিষ্কমণ্ডল

কৃপণ জ্যোৎস্নার রেখা ধরে ধরে আমায় ওখানে যেতে হবে
ক্লান্তি থেকে ক্লান্তিহীনতায়
যেতে হবে পুণ্যব্রতে আজীবন, জ্যোতিষ্কমণ্ডলে
একটিমাত্র কবিতার অমোঘ প্রণয়ে।

গরিব

সূর্যাস্ত আইনে গেছে আমার বিরাট জমিদারি
আদেশ মানে না তাই ফুল
রাজস্ব অনেক বাকি পড়েছিল ছদ্মবেশী সম্রাটের কাছে।
কাবা সব লুটে নিল পথিমধ্যে কারা সব ছিঁড়ে ফেলে দিল
ভবিষ্যের মসৃণ দলিল
সূর্যাস্ত আইনে গেছে আমাব সাধের ভিটেমাটি।

অন্যায় আমাবই হয়েছিল।
বিস্মৃত হয়েছিলাম আমায় কুর্নিশ করে রাজার বাড়িতে যেতে হবে
দিতে হবে পলাতক নিরুদ্দিষ্ট চোখদুটি রাজস্ব আমার
দিতে হবে প্রেমপত্র অ্যালবাম গোপনতা রাজস্ব আমার।

দুপুর গড়িয়ে গেলে মনে পড়ল সূর্যাস্তের বেশি দেরি নেই।
দ্রুত আমি যাচ্ছিলাম রাজধানী, এমন সময়
দস্যুদল অতর্কিতে লুটে নিল মেরুদণ্ড বাঁকানো নিয়তি
ঝড় উঠল দূর থেকে, তোমার হাসির শব্দ আমায় রক্তাক্ত করে গেল।

জলসায় যাব না আজ। কপর্দকশূন্য আমি ভীষণ গরিব হয়ে গেছি।

বেলফুল

তেমন কবরী ছাড়া বেলফুল দুআনার শুভ্র ক্রীতদাস
চরিত্রবিহীন,
অথচ দুআনা দিয়ে কেনা ফুলই বিপ্লবের আরক্ত আকাশ
তেমন খোঁপায় যদি লগ্ন হয় কোন কোন দিন।

পোড়ামাটি দিয়ে তৈরি দুর্গ অস্ত্রাগার
লুটে নেয় পরাক্রান্ত দস্যুদল হাতে নিয়ে চাঁদের মশাল
স্মৃতির মুখোশ এঁটে পদাঘাতে ভেঙে দেয় বিস্মরণ আঁটা সিংহদ্বার;
আমার সর্বাঙ্গে লাগে বিপ্লবের পতাকার লাল।

তোমার খোঁপায় দেখলে আপাতনিরীহ বেলফুল
রক্তপাত ঘটে যায় চুপিচুপি দৃশ্যহীন অনিদ্র ছুটিতে
তখন বিপ্লবে আসে নির্জনতা কবিতাসঙ্কুল
নিতান্তই ক্ষণিকতা। টেবিলে সেইতো রোজ জলের গেলাস, লাল ফিতে

সহমর্মিতা

কার সঙ্গে কথা বলব তুমি ভীষণ প্রাকার পরিবৃত
কার সঙ্গে কথা বলব শ্মশানে কেউ মনের কথা কয় ?
সংবিধান শাসন করে ভেতর থেকে সংবিধানই সব
প্রাকার বল শ্মশান বল জ্যোৎস্না কিম্বা হৃদয় বল, সব
অথচ বেশ গাঢ় স্বরে সমাজবিরোধিতা
বিশ্বময় ছড়িয়ে যাবে তোমায় বেয়ে শ্মশান বেয়ে
অথচ বেশ হাস্নুহানার বিপুল চপলতা
গুমরে মরে, আন্দোলন, আমি
সহমর্মী খুঁজব বলে গোপন এক আন্দোলনে
সামিল হয়ে যাই ।

কিছু স্মৃতি, অনন্ত বিস্মৃতি

বোটানিকসের বটবৃক্ষ দেখে
বিশেষ ভাবিত হই। জটায় জটায় তার মূল কাণ্ড গিয়েছে হারিয়ে
উচ্চকিত স্পর্ধা নিয়ে গঙ্গার স্রোতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়
স্মরণীয় মনীষার মতো বেঁচে আছে।
সম্ভবত বাঁচা অর্থে শিকড়ের অহঙ্কৃত কালাকালব্যাপ্ত শ্যামলিমা।

বিশেষ ভাবিত হই যেহেতু ব্যাপ্তিব মতো আমাদের আশেপাশে কেউ
সময়ের প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।
ইউলিসিস কর্ণ থেকে জওয়াহরলাল
সকলেই অনাত্মীয় অভিজাত প্রতিবেশী আলোকিত উৎসবের বাড়ি
ওখানে আমার কোন নিমন্ত্রণ নেই
আমাদের বাড়ি থেকে ওরা ক্রমে দূর থেকে আরও দূরে ছোট হতে হতে
ইস্কুলের রচনার নিশ্চরিত্র অক্ষরে করুণ।
বিশেষ ভাবিত হই আমাদের আশেপাশে তেমন গঙ্গাও নেই, আর
তেমন বৃক্ষও নেই প্রতিদ্বন্দ্বী হয়।

বিশ্বাস করুন আপনি, শবযাত্রা দেখলে আমি এড়িয়ে এড়িয়ে যাই, ভয়
কিছুতেই মৃতদেহ সহ্য কবতে চোখে দেখতে পারি না। একবার
কোনো এক যুবতীর চন্দনচর্চিত দেহ আড়চোখে দেখে
সারা অঙ্গে শিউরে উঠেছিলাম।
আমার কানের মধ্যে হৃৎপিণ্ডে হরিধ্বনি উত্তুরে হাওয়ার শীত এনে দিয়েছিল
বজ্রের মতন শব্দে ফেটে গিয়েছিল
সাংঘাতিক শব্দহীনতায়।
ওই শবযাত্রিদলে কেউ নেই ধারণসক্ষম
মাটি, ধ্রুব স্মৃতিপট, কেউ নেই শব দেহ থেকে তুলে নেয়

হাসিটুকু কষ্টটুকু, চিতার আগুন থেকে তুলে নিয়ে কেউ নেই বুকের আগুনে
অভিষিক্ত করে তাকে, যেন শবযাত্রিদলে প্রত্যেকেই ছদ্মবেশী শব।
অথচ চোখের জলে ঝাপসা হয়ে আসে শবদেহ
শবদেহ পালটে যায় যেন মহাদ্রুমে
যেন কাণ্ড হারালেও চিরজীবী জটায় জটায়
বিপুল চারিয়ে যাবে পাষাণগলানো আর্ত বিলাপের সিক্ত মৃত্তিকায়।

ভয় হয়, এইসব ক্ষণিক সজল কালো বর্ডারের হার্দ্য প্রতিশ্রুতি
কেমন সহজে ঝরে যাবে।
আমরা তেমন বটবৃক্ষ নই, তাই একদিন
কিছু স্মৃতি হয়ে বেঁচে অবশেষে পুরোপুরি চিহ্নহীন শূন্য হয়ে যাব।

সম্প্রসারণবাদ বিষয়ে কিছুক্ষণ

চন্দ্রসূর্যতারাদের যথাস্থানে রেখে দিয়ে আমাদের শয্যাতলটুকু
অন্ধকারে পরিপাটি করে রাখি এই ইচ্ছা ছিল।
রাত্রি হলে শরীরের উচ্চারিত রেখাগুলি ইশারায় রাত্রিময় করে
রসাতলে ডোবাবে আমায়।
সপ্তাহে তিনবার আমি পাঞ্জাবি বদল করি সময়ের পিঠচাপড়ানি
পাব বলে, সম্ভবত এই আশা চিরকাল থাকে।
সময়ের রাজত্ব বেশ জাঁকিয়ে চলেছে আর সীমান্ত পেরিয়ে
ঢুকে গেছে আমাদের মশারির ভেতরেও এমনই আগ্রাসী।
আমি তার দয়া পেতে নিরন্তর অপেক্ষায় থাকি
ওয়েটিংরুমেতে বসে ছবির বইয়ের পাতা ওল্টাতে গিয়ে
একদিন জলজ্যান্ত শাদা হয়ে যাব
সংবাদপত্রের স্তম্ভে কোন একদিন আমি এরিয়ালের তারে কাটাঘুড়ির মতন
সেঁটে যাব ; বহুতর শোভাযাত্রা কুশপুত্তলিকাদহনের
উষ্ণবাষ্পে মাঝে মাঝে এদিক ওদিক নড়ে উঠব বড়জোর।
আমি শুধু প্রতীক্ষায় থাকি
অথচ অবাক, দেখ, চন্দ্রসূর্যতারাদের নৈরাজ্য থামাতে গিয়ে
ব্যর্থ হই বারবার, নিজস্ব এলাকা
কেবল আক্রান্ত হয়, আমার শরীর থেকে শুধুই ক্ষরিত হয় বিবর্ণ শোণিত।

অলৌকিক ঝড়

ফুলের ঘায়ে মূর্ছা গেলাম
অনেক দিন পর
আবির ওড়ায় যেদিকে চাই
অলৌকিক ঝড়।

তোমার হিশেব অন্যতর
তোমার ক্যালেণ্ডার
হাজার বছর একই রকম
দোলের রবিবার।

ছড়িয়ে গেল অন্তঃপুরে
তোমার কণ্ঠস্বর,
ফুলের ঘায়ে মূর্ছা গেলাম
অনেকদিন পর।

উত্তরাধিকার

নষ্টনীড় নিশাচর বর্শাহাতে ছুটে আসছে, আসুক।
দুর্গদ্বার পাষাণ পর্বত
রক্তের গহন থেকে উঠে গেছে নীলাদ্রি গম্ভীর
অভ্রলেহি প্রতিশ্রুতি চতুর্দিকে প্রতিরোধ পরিখাখনন
আয়োজনে কোন ত্রুটি রাখে নি ক্ষত্রিয়।

উত্তরাধিকারসূত্রে স্বাধীনতা বসবাস সহজ অর্চনা
সপ্তাশ্ববাহিত সূর্য প্রতিষ্ঠিত আম্রকুঞ্জে আমরা সকলে
দীক্ষিত, অকালমৃত্যু আমাদের জন্মশত্রু, ওদের বিক্রম
নরম মাটির সহে, ত্রাসে।

চন্দ্রচ্যুত অনাবৃষ্টিদীর্ণ ধূসরতা
সুযোগ নিয়ত খোঁজে সন্ধ্যা হলে···ছুটে আসছে, আসুক।
পরিখা ডিঙিয়ে কেউ আসবে না পিছু হেঁটে স্তব্ধ চলে যাবে।

প্রতিবারই একই দৃশ্য জ্যোৎস্নার উষ্ণীষ পরে একরত্তি ফুল
দুর্গদ্বারে ফুটে থাকে ত্রিভুবনবিজয়ী স্পর্ধায়
এত তীব্র বিস্ফোরণ শব্দহীন শাদার অম্লানে
এত পুণ্য উত্তরাধিকার!

অসংখ্য ছুরির দাগ

আমার জামার নীচে, পিঠে
অসংখ্য ছুরির দাগ, ছুরিতে দিয়েছে শান কানাগলি, ভোব
চরিত্র খুইয়ে কবে মিলে গেছে লোভার্ত ফলায়
আমি আর কতদিন গ্রাম্য থেকে যাব।

মনে হয় দীর্ঘদিন পব
এইসব হত্যাকাণ্ড আমার বাড়িতে এসে শিক্ষকতা কবে
সূর্যালোক অন্ধকার বৃষ্টিপাত ধর্ম নির্বিশেষে
সম্মিলিত পাঠশালা নানা ছলে যেন প্রাজ্ঞ উপদেশ দেয়।
ছুরি নাও, ঘ্রাণশক্তি তীব্র থেকে তীব্রতব কর, দলে এসো।
শহব মানেই জেনো সমর্থিত এইমত সমবায় নীতি।

অথচ জানলা দিয়ে ডানপিটে বন্ধুদল হাতছানি দেয়
ওরাই আমাব সহৃ, পিঠেব তলাব বর্ম, খেলা
হয়তোবা পবাভূত স্বাধীনতা, শিশুব চোখেব মতো পৃথিবীব কল্প প্রতিনিধি
ইস্কুল পালাতে বোজই প্রণোদিত কবে॥

ষড়যন্ত্রী নিরালায়

আমি কি চেয়েছি প্রেম রাত্রি হলে ষড়যন্ত্রী নিরালায়, দেখ
তোমার বাহুব ডোলে লোভার্ত আঙুলগুলি কীবকম বসে যায়, দেখ
কেটে কেটে বসে যায় দাগগুলি সর্বাঙ্গে তোমাব
সেসব আমারও অঙ্গে, বক্ষোদেশে লেগে নেই বেদাগ শুভ্রতা।
আমি কি চেয়েছি প্রেম তুমি গেলে দূবতম প্রবাসযাত্রায়
তুমি থাকলে প্রাচীবেব অন্তবালে ফেলে বেখে জনাকীর্ণ বারোয়াবি অশ্লীল শহব?
আমি কি ভ্রমণ করব একা একা গোলোকধাঁধায়
তুমি যদি প্রতিশ্রুতি ভেঙে দিয়ে চলে যাও, ভুলে যাই নিষ্ক্রমণ পথ।
আমার চোখেব সামনে আদিগন্ত ময়দান।ফুলবাগান
ব্যর্থতাব অনিঃশেষ কাটাকুটি দাগে ভরে যায়
তুমি গেলে এতখানি পবিশ্রমে অনুতম ফসলও ফলে না।

রোদ চাই বৃষ্টি চাই তোমার অস্তিত্ব থেকে অনুকূল জলবায়ু চাই
নিরালা তেমন কিছু অসম্ভব সাধ্যাতীত নয়
নিরালা কেবলমাত্র পৃথিবীর সমান্তর অলীক প্রদেশ
এবং নিরালা শুধু তোমার অমোঘ পদশব্দের কাঙাল।

আমি কি চেয়েছি প্রেম মনগড়া অন্ধকারে, কালাকালনিরপেক্ষ রাতে?
উত্তর জানো না দিতে, বিনিময়ে শুধু
ভারহীন স্বেচ্ছাচার তুলে দাও আমার ললাটে।

এমনি প্রায়ই হয়

এমনি প্রায়ই হয়
শুকিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে তাবৎ জলাশয়
যেন তুমি হামলাপটু বর্গী ভয়ানক
দরজা জানলা বন্ধ করে দিল পাড়ার লোক।
এওতো হয় তোমার সারা দেহ
প্রবল সন্দেহ।

শর্ত ভাঙার তিক্ত অভিজ্ঞতা
নৌকাডুবি খরায় হারায় যৌথনাচের প্রথা
শর্ত ভাঙে বিকেলবেলা অস্ত্রপাণি শাস্ত্রী প্রতিবেশী
দেয়ালগুলোর কাছেও ভিনদেশী।
বললে সবাই, নিইনি কিছুই কারণ
এসব নিতে বারণ।

নিজের ভেতব বসো
ফাঁকায় থেকে দেখবে তুমি তখন ক্রমশ
এপাশ ওপাশ মিলিয়ে যাচ্ছে আবছা অন্ধকারে
কেউ যেনবা টোকা দিচ্ছে দ্বারে।
কেউ নয় সে, তিক্ত অভিজ্ঞতা :
নিস্পৃহতা, নিস্পৃহতা, শুধুই নিস্পৃহতা।

মিথ্যাবাদী

পাঞ্জাবি অমল শুভ্র ঢেকেছিল উত্তমাঙ্গ, আত্মা দেহমন
একাকার হয়েছিল গীতিকবিতার মন্ত্রে। জানলা দিয়ে ছিটিয়েছে ওরা
পানের অশ্লীল পিক আমার জামাতে। আমি সেদিন তোমার
বাড়িতে যাবার জন্যে আয়োজনে ত্রুটি রাখিনিকো।
অন্ধকার গলিপথ, ভিনদেশী, মনে হয় শহরতলীর
নিরালাবিছানো রবিবার
পরিপার্শ্ব এইমত ছিল, সঙ্গে রজনীগন্ধার
গুচ্ছ ছিল। ওরা সব টের পেয়ে জানলা খুলে ছিটিয়ে দিয়েছে দাগ :
তুমি মিথ্যাবাদী।
ওদের বলেছিলাম, আমার বাগানে কোন ফুল নেই তোমাদের দিই।

আসলে তেমন করে বাগান বোঝে নি ওরা কেউ।
বাগানের জন্যে চাই গুপ্তবৃষ্টি, গুপ্তবীজ, গুপ্ত ছায়াবোদ
বাগানের জন্যে চাই পক্ষপাত জাতিভেদ। ওরা
এসব বোঝে না শুধু চেয়ে বসে ফুল।

যার ফুল তাকে দেব, দেওয়া নয়, প্রতিদান, ব্রত
উদ্‌যাপনে অন্ধকার বেছে নিতে হয়
যেতে হয় গীতিকবিতার মন্ত্রে দেহেমনে সমাচ্ছন্ন হয়ে
অম্লান শুভ্রতা নিয়ে, ভালোবাসা, তুমিই শুভ্রতা, তোমার বাড়িতে।
ওরা কিন্তু টের পেল, অবুঝ অমোঘ ওরা ঠিক টের পায়,
ফুলগুলি দেখতে পেয়ে বলে ওঠে, তুমি মিথ্যাবাদী।

আমার পাঞ্জাবি আর থাকে না বেদাগ ॥

প্রেম, ব্যবচ্ছিন্ন

অনাবাদী কিছু জমি ত্যাগ করি পশুপালনের প্রয়োজনে
ওখানে থাকার মধ্যে রুক্ষ অহঙ্কার
খর্বকায় কাঁটাগাছ এখানে ওখানে মনে মনে
আত্মমুগ্ধতার।

তুমিও ভূদানে সমতুল।
ভেঙে দিলে স্নানঘরে অন্তরঙ্গ আয়নার নীরব ক্যামেরা
সেখানে তোমার মুখ বড় বেশি প্রত্যাশাপৃথুল
বরং অনেক ভাল দিঘির জলের দিকে ফেরা।

তাই হোল। আমি মেনে নিয়েছি তোমার ত্রুটি যত
শুদ্ধ দোলাচল।
প্রাসাদ অলিন্দ থেকে নেমে এলে অনায়াসে শ্রান্তিভারে নত
আমি যেন প্রত্যাশিত দীর্ঘিকার জল।

অন্ধকার, জ্যোৎস্নায়

পেশল দুহাত বাড়িয়ে অন্ধকার
আমাকে .বেঁধেছে জ্যোৎস্না রাত্রে নিবিড় আলিঙ্গনে
বাড়ির দেয়ালে পথে জনপদে মায়াবি রুপোলি লেখা···
সবাই গিয়েছে বনে, আমি শুধু বন্দী!
হলুদ পাতার মতো ঝরে যায় হৃদয়ের শাখা হতে
অধরা মাধুরী যত।

অপ্রতিরোধ্য অন্ধকারের পানে
আমি যত বলি, 'নদীর ওপারে যাও,
এখন বেড়াব, খেয়ালের শাদা পালে বাতাসের স্নেহ
রূপসীকে দেখ মূর্ত ইন্দ্রজাল··
কিছুই বলে না, যেন শিলীভূত প্রবল অন্তরাল।

চাবুকের ঘায়ে দীর্ণ আমার ত্বক
মন্ত্রমুগ্ধ আমি তার ক্রীতদাস;
তুমি শুধু বল, ভালবাসা লাল বল
নায়িকা মাত্র উর্মিল ক্রীড়াভূমি!

জানলা বন্ধ, কোথাও ফুলের শুভ্র মুক্তি নেই।
অথচ প্রথম রাত্রির মহালগ্নে
তুমিতো আমারই নির্মাণ ছিলে, স্নেহময় আত্মজ।
শৈশব গেছে অকৃপণ প্রশ্রয়ে···
কখন বিরাট ঘনছায়া হয়ে বিদ্রোহ করে শেষে
জ্যোৎস্না রাত্রে আমাকে করেছ পরাজিত শাজাহান।

স্পষ্ট করে অন্তত

স্পষ্ট করে অন্তত এটুকু বলতে পারি. কিছু বন্ধু চাই।
বাকি সব একেবারে রুদ্ধদ্বার গোপন বৈঠক
বিতর্ক প্রবল চলে পতনের নিঃসহায় প্রতিনিধিদল
এবং আমার মধ্যে, অনেক প্রস্তাব দেয়ানেয়া
কিছু ত্যাগ অথবা গ্রহণ
কিছু উষ্ণ অশালীন দ্বন্দ্বযুদ্ধ রক্তক্ষয় কক্ষত্যাগ যেকোন দলের
সে সব শোনার মত নয়।

স্পষ্ট কবে অন্তত এটুকু কবুল কবা যেতে পারে, ভালোবাসা চাই,
বাকি সব মেঘাচ্ছন্ন শৈলতটদেশ
কোথাও বিপুল নদী গর্জমান, দেত ভেঙে তছনছ করে ভেসে যাওয়া
লোলুপতা দেখে জঙ্গলও
মাথানীচু কবে যাবে জঙ্গলেব নিজস্ব স্বভাবে
কোথাও আগুন জ্বেলে আত্মাহুতি. অক্ষরেব বেড়া ভেঙেচুরে
কবিতার শব্দগুলি চাবপাশে ভিড করে হাততালি দেয
এ সব বলাব মত নয়।

স্পষ্ট করে অন্তত এটুকু বলতে পাবি, উৎসব খুব ভাল লাগে।
বাকিটুকু বিশ্রী হিজিবিজি
বাসেব জানলার ধারে ঔদাসীন্য, সারা অঙ্গে ক্ষতচিহ্ন কালো
প্রত্যর্পিত চিঠি আর শাদাচোখে অনায়াস পুষ্পদল ছেঁড়া
খিড়কির দোর খুলে সিংহাসন চডাদামে শয়তানের হাতে তুলে দেওয়া
ভাগ্যবিধাতাব জুয়াচুরি।
এ সব অশ্লীল উক্তি বিবৃত করার মত নয়।

প্রতিবাদে

দমননীতির প্রতিবাদে
চড়াদামে দ্বিপ্রহর কিনে নিয়ে আসি,
নিরালা বাড়ন্ত, বক্ষে ঘনিয়েছে অন্যতর ১৩৫০-ই
ফাটল ধরেছে মাঠে, বাঁধে।

পথচারী তন্নতন্ন খোঁজে জলাধার
খুঁজতে গিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ে মুখে
ওদের বন্দুকে
প্রতারক সাইলেন্সার।

দ্বিপ্রহর ধরা দিল কবিতার সম্মোহনে, ফাঁদে
অন্তত মুকুটখানি খোয়া
যায় নি, যায় না, দিলে তপ্তভালে মমতার ছোঁয়া
দমননীতিব প্রতিবাদে ॥

কবিতা বিষয়ক দ্বাদশপদী

কবিতার জন্য চাই গাঢ় ভালোবাসা, রক্তদান।
একলা চলার রাস্তা দেহের ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে সোজা
চলে গেছে বহুদূর পর্দাটানা প্রশান্ত দরজা
ভেঙে দিয়ে অবজ্ঞায় পিছে ফেলে আত্মহননের বর্তমান।

কোথায় গোলাপফুল ফোটে
কোথায় মঙ্গলচিহ্ন আঁকা অভিনন্দনের মুক্ত সিংহদ্বার
হয়তো কোথাও নেই শুধু বিধাতার অহঙ্কার
মানসযাত্রীর পদচিহ্নে ধৃত ; ইতস্তত জিঘাংসার ছুরি ঝলসে ওঠে

আসলে হৃদয় আর কাগজের মৌন শাদা সমতল বোপে
প্রসারিত রক্তরেখাসমাকীর্ণ বেদী।
সেখানে সাজাতে হবে বিনিদ্র রাত্রির শস্য, প্রেম, লক্ষ্যভেদী
স্পন্দিত শব্দের অস্ত্র অমোঘ নিক্ষেপে।

ছেলেবেলা

প্রেম কিছু নয়, কাঙ্ক্ষিত ছেলেবেলা
শুধু কথা আর নীরবতা নিয়ে খেলা
পাতা ঝরে যায় আমার বয়স থেকে
দিয়েছে কখন প্রবীণতাগুলি ঢেকে।

মাঝে মাঝে যেন মনে যায় কলকাতা
রাজপথে পথে ছড়ানো ছিন্নপাতা
চারিদিকে শুধু স্মৃতিফলকের সারি
এসব পেরিয়ে তোমার বিজন বাড়ি।

ওখানে কি আছে? কিছু নেই শুধু মেঘ
তোমার মুখেতে কেশদামে উদ্বেগ
নয়তো বক্ষে বিপুল অবাধ্যতা
ভাঙে উপকূল অনাদিকালের প্রথা।

স্রোতের খেয়ালে কে জানে কোথায় যাওয়া
পালেতে লেগেছে গ্রহান্তরের হাওয়া
হৃদয় আমার হালকা মেঘের ভেলা
প্রেম কিছু নয়, কাঙ্ক্ষিত ছেলেবেলা।

সম্পাদকীয়তা

দিবসশর্বরী
একটি কবিতা আমি না পড়েই মনোনীত কবি।
হয়তোবা কোনো কোনো শব্দ ব্যবহারে
অন্যমনস্কতা আছে, মাত্রাবৃত্তে এবং পয়ারে
থেকে যেতে পারে কিছু ঠোকাঠুকি বিষম গোলমাল
কেটে গেছে তাল
হয়তোবা,
তার আগেই মন কাড়ে পাণ্ডুলিপি, সুমসৃণ শোভা।
হাতের লেখার যাদু আছে
শীতের গাছেতে ফুল, গ্রীষ্মকালে ময়ূরেরা নাচে।

কেন যে অনেক পদ্য পত্রপাঠ করেছি বাতিল
কেন এই নির্বাচন, কে বলবে? শুধু জানি রাত্রিগুলি নীল
শহরও নির্জন
চুপিচুপি বলে দেয়, পক্ষপাতে আছে সমর্থন॥

চাহিদা

ঘ্রাণশক্তি ইদানীং লুপ্ত হয়ে গেছে, যাদুকর
সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ফের সবকিছু বৈপরীত্য, সুমেরুকুমেরুব্যাপী দাবদাহ হিমশীতলতা
রৌদ্র আর রাত্রি নিয়ে চক্রবৎ পালাবদলের
সুশোভনস্থৈর্য তুমি আমার হাতের মধ্যে আমার নাকের তপ্ত নিঃশ্বাসের কাছে
এনে দিতে পার দীপ্ত বিষুবরেখার কালো চিরায়ত বনজ আঘ্রাণ ?
তুমিতো শাদাকে কালো কালোকে মুহূর্তে করো শাদা
ক্ষণেক্ষণে আমাদের ধারণাবিধৃত যত বিন্যস্ত বিধান
ওলোটপালোট করে দিতে পার অনায়াসে এম্‌পায়ারের
বশীভূত রঙ্গমঞ্চে অজ্ঞাতবাসের ধূমপুঞ্জ থেকে কেড়ে আনতে পার ?

মাথানীচু করে চলে গেলে।
ইন্দ্রজালে সঞ্জীবন অসম্ভব, তোমার মুখের
মাধুরী পারেনা কিছু অপহৃত মঞ্জুষার ঋদ্ধি এনে দিতে
তুমি যদি অনাত্মীয় হও
তুমি যদি থেকে যাও আগন্তুক, লিপ্ত হও রুদ্ধদ্বার বসন্তবিলাসে।

সুমেরুকুমেরুব্যাপী দাবদাহ হিমশীতলতা
রৌদ্র আর রাত্রি নিয়ে চক্রবৎ পালাবদলের
সুশোভন স্থৈর্য শুধু চেয়েচেয়ে দেখা ছাড়া গত্যন্তর নেই,
নাকি সে ঔদাসীন্য বৈতরণী পারে…?
ঘ্রাণশক্তি ইদানীং লুপ্ত হয়ে গেছে, আমি কতদিন শাপগ্রস্ত রয়ে যাব বলো।

দ্বার খুলে সোজাসুজি এসো।
আমার গলার নীচে বুকের জমাট ঘন বিরক্তির স্তূপ
তোমার নিঃশ্বাসে আর কণ্ঠস্বরে পদশব্দে মনে হয় যেন
ক্রমে ক্রমে সরে যাবে আদিতম ব্রহ্মাণ্ডে আমার,
যাবতীয় স্বাদে গন্ধে তোমার উদ্বেগ জেনো প্রবল চাহিদা।

ভদ্রতার সম্পর্ক

আমাকে দিয়ে একটা অক্ষরও
লিখিয়ে নিতে পারল না ক্ষতবিক্ষত কলকাতার
বৃষ্টিবেলার জলাতঙ্ক রোগ
অন্ধকারে দৌড়ে যাওয়া চালের লরি
করতলের দুর্নিরীক্ষ্য রুদ্র দুর্বাশা।

মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ দেয়ালিপি দাবি করে :
'পরিবেশের কাছে তুমি প্রচুর ঋণী, শোধ করো ধার'
তখন আমার হাতে টাইমটেবিল
বাক্স প্যাঁটরা তড়িঘড়ি বাঁধাবাঁধি
খুঁজতে হবে কোথায় গেল অন্যমনস্কতা,
এড়িয়ে যাই, তারিখ ফেলি, প্রশ্ন করি ওদের
'চাঁদে যাবার ট্রেণটা ছাড়ে কখন ?

কাঠের মতো দাঁড়িয়ে গেল দেয়াল
অন্যদিকে মুখফেরাল বৃদ্ধপিতা ভাতের থালা
অন্ধকারে ঝড়ের মতন দৌড়ে যাওয়া চালের লরি
কেউ দিল না সাড়া।

চলে গেল পুজোর চাঁদা চাইতে আসা পাড়ার ছেলের মতো।
আমায় দিয়ে এক লাইনও লেখাতে পারে নি
ওদের সঙ্গে এমনই ভদ্রতা।

বিদায়

চলে যায়। হাত তুলে বলে দিই, ফের দেখা হবে।
দেখা হবে সমর্পণ, জন্মান্তর, এসো
হে আমার বিস্মরণ, শস্যময় প্রতিশ্রুতি তীব্র অসম্ভবে
দেশজুড়ে অনাবৃষ্টি···নিসর্গের অলঙ্ঘ্য নির্দেশও
উপেক্ষা করেছ এই অপরাহ্ণে অজ্ঞাতবাসের
নন্দনে। বিদায়। বলি, দেখা হবে ফের।

দেখা হয় না। এই বেলা ডুবে গেছে অগম আঁধারে
বটবৃক্ষ ছাড়া কেউ জানে না, জানবে না
আমাদের ষড়যন্ত্র ভূমণ্ডলে অলৌকিক সাম্রাজ্য বিস্তারে
গভীর ব্যস্ততাময় শীর্ষসম্মেলন, পুষ্পসেনা
প্রচ্ছন্ন প্রকট কিছু ক্ষেপণাস্ত্র প্রস্তুতিবিহীন
স্বভাবকবিত্ব সব বাড়ি ফিরলে অন্ধকারে লীন।

আবার এখানে হয়তো অন্যতর বাল্যলীলা হবে
শুধু এই অপরাহ্ণবেলাটি কখন
চলে যায় অন্ধকারে সম্রাটের মতন গৌরবে।
বিদায়, মৌলিক সুখ। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি শোনে বটবৃক্ষ, শিয়ালদা স্টেশন

অবশেষে

তাহলে কি থাকে, নিয়মানুবর্তিতা
প্রেম থেকে বহুদূরে
প্রেম হয়ে থাক অশোকবনের সীতা
নিয়মানুবর্তিতা
আমার বক্ষ জুড়ে।

তাহলে কি থাকে, পথে পথে একা হাঁটা
একঘুমে ভোর রাত,
গোলাপ ঢেকেছে আকাশবেঁধানো কাঁটা,
পথে পথে একা হাঁটা
দারুণ চন্দ্রপাত।

তাহলে কি থাকে, মিছিলের কলকাতা
বর্ষার টালাপার্ক
এবং হয়তো ডায়েরি কয়েক পাতা,
মিছিলের কলকাতা,
ডানাভাঙা স্কাইলার্ক॥

খেলা

দরজায় খিল দিলেই হয়ে গেল। এখন আমার
খালি গায়ে স্বৈরতন্ত্রসমুচ্ছল আদেশ অথবা অনুরোধ :
আংটিটা পরো।
ময়ূরসিংহাসন হরণ করেছে যে ডাকাত
নাদির শাহের চেয়েও ঢের বড় সে।
আংটিতে তারই কোহিনুর,
তোমারই চোরাই উপহার!
হরণের সুবিধা আমি অবশ্যই দিয়ে গেছি প্রাসাদের অন্দরমহল
হাট করে খুলে দিয়ে রক্তপদ্মে তন্দ্রালীন হয়ে।
এসব কিছুই নয়, চক্রান্ত দারুণ
আসলে তোমার ছোট্ট চিবুকের গোলে তীব্র গোলযোগ ছিল !

কে কার সিংহাসন চুরি করে বলো
আমিও তো সাধু নই, এসো।
আংটিটা নিতান্তই কবিতার ছলাকলা, বিষয় যদিও কোহিনুর
আমার নিজস্ব ছিল, তুমি নিয়ে ফের
আমায় দিয়েছ আমি আবার তোমায় দিই, পরো।
এইসব ছেলেখেলা মন্দ নয়, জানো
দরজায় খিল দিলে সমুদ্রের তলায় যাওয়া যায়।

সারাদিন জুতো পরে আসা যাওয়া করে গেছে অনেক মানুষ
এবার মেঝেটা ঝাঁট দাও।
কথা শোন। মধ্যরাত ঘরের ভেতর।
এখন আমার কণ্ঠে স্বৈরতন্ত্রসমুচ্ছল আদেশ অথবা অনুরোধ :
আংটিটা পরো।

তোমাদের হাওয়া

তাহলে ভালোই আছ, ভালো থাকলেই সব ভালো।
তাহলে ধরেই নিচ্ছি বাতাস তোমার কাছে বিশ্বাসঘাতক নয়, তার
অন্তর্জাত সরলতা, সুগন্ধ, সমুদ্রময় পর্যটন সব
তোমার জানলা দিয়ে প্রত্যহই আসে।
সেইসব ঈর্ষনীয় অভিজ্ঞতা তোমার শরীরে
মসৃণতা এনে দেয়, বাতাস তোমার কাছে স্থায়ী ছেলেমানুষের মতো।

আমিও তেমনি চাই জানলাগুলি খুলে দিয়ে ছেলেমানুষীর আয়োজন
অথচ আমার হাত চেপে ধরে অনাস্থা প্রস্তাব।
কিশোর বেলার সেই মনোনীত স্মরণীয় প্রতিমূর্তিগুলি
প্রতিশ্রুতি বিলি করে মেতে গেছে তুমুল দাঙ্গায়,
নির্বাচনী ইস্তাহার ছিঁড়ে ফেলে হাসাহাসি করে
এইতো বিক্ষিপ্ত পড়ে রয়েছে করুণ শবদেহগুলি, প্রেম, শুভাশিস।

তোমাদের হাওয়া এই অনাস্থার আর্তনাদ নয়॥

সাবধান, কবিতা রয়েছে

অফিসফেরৎ বাসে বিসদৃশ যুক্তফ্রন্ট মেনে নিয়ে ফুটবোর্ডে ঝুলি।
প্রাণপণে চেপে ধরে আছি
হ্যাণ্ডেল এবং প্রাণ। এসব মোটেই কিন্তু শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের
নীতি নয়, উপরন্তু বিপজ্জনক :
যেকোন মুহূর্তে আমি শমনভবনে হয়তো ভিড়ে যেতে পারি।
সান্ত্বনা কেবল এই বুকপকেটে যেই হাত দিক
নির্ঘাৎ সে ব্যর্থতায় মরে যাবে, ওখানে দারুণ তেজি
বৈদ্যুতিক গোপনতা আছে।
বাইরে লেবেল আঁটা : সাবধান, কবিতা রয়েছে।
পকেটমারের দল এই লেখা পড়তে শেখে নি
যদিও অনেকদিন মাইনের খাম, পেন, মেরুদণ্ড খোয়া গেছে, যায়।

দুঃখবিষয়ক স্বরবৃত্ত

বাজার থেকে দুঃখ কিনে এনে
সূক্ষ্ম পানপাত্র ভরাব না।
দাঁড়িপাল্লা সাজিয়ে আছে বেণে
কলেজ স্ট্রিটে সবাই তাকে চেনে
ছায়াধরার ব্যবসা ফেঁদে কামায় মন্দ না।

আমার নিজের একশ বিঘে জমি
হাত বাড়ালেই দুঃখ পরিতাপ
মানে না সে সপ্তমী অষ্টমী
তিথির বালাই, বিপুল অসংযমী
অতিবৃষ্টি খরা রাখে স্বেচ্ছাচারের ছাপ।

ছড়িয়ে দেব ইচ্ছামত ধান
অক্ষরের পাত্রে পরিপাটি
হাত বাড়ালেই ফুলের অপমান
পক্ষপাতী আদিম পঞ্চবাণ
গ্রহান্তরে, পায়ের নীচে দুঃখ আমার মাটি

ভালোবাসার সংজ্ঞা

১

পদস্খলনের থেকে নাটকীয় বেঁচে যাওয়া যেন কোন হিতব্রতী যুবা
ঝটিতি আমায় ধরে ঠেলে দিল তৃণাস্তীর্ণ প্রসন্ন বিস্তারে.
বলে গেল, 'সাবধানে হাঁটাচলা কোব হে ছোকরা।'
অথচ কী করে তাকে বলি.
'ভালোবাসা, তুমিই তো সতর্কতা. বিবেচনা, তুমি তো আমার
বকুলবিছানো পথ, সিংহদ্বার. তুমি ক্রান্তিকাল…'
অথচ কী করে তাকে বলি,
'হে আমার ত্রাণকর্তা. তুমিই আমার ঋতুরঙ্গবহ শোভাযাত্রা. বিজয়তিলকা'

২

বসেছিলাম, নিমেষগুণে বসেছিলাম
সহিষ্ণুতা অনন্তকাল দিয়েছি দাম
সামনে আমার দরজা জোড়া পর্দা লোহার
বসেছিলাম, নিমেষ গুণে বসেছিলাম,
এমন সময় অতর্কিতে এল জোয়ার
উড়ে গেল দরজাজোড়া পর্দা লোহার।
মেঘে মেঘে ধাক্কা লেগে দূর নীলিমায়
তড়িৎশিখা চমকে ওঠে. দেখলে আমায়
সহিষ্ণুতা নিয়ে বসে অনন্ত রাত
মুহূর্তেকের তড়িৎশিখার সে অভিঘাত
কী নাম দেব ? ফুলের থেকে জেনে নিলাম :
ভালোবাসা। নিমেষগুণে বসেছিলাম॥

৩

শিখরে দাঁড়িয়ে থাকলে হবে না, সানুতে
অবতরণের প্রয়োজন।
এখানেই শস্যক্ষেত্র, গোচারণ, সুস্থ বিনিময়
বাতাস সহজগ্রাহ্য, এখানেই বালিকা দাঁড়িয়ে
জলসেচ করে তার দুবিঘা জমিতে
এওতো আমারই নামে দেবতার কাছ থেকে সর্বস্বের বিনিময়ে কেনা।
শিখরে দাঁড়িয়ে থাকলে হবে না, বাতাস বেশ ভাবি
তুষারধবল গিরি, দুর্লঙ্ঘ্য পাথর,
আমাব নিজস্ব বাড়ি চারিদিকে থরথরে সাজানো জটিল
অভিমান, স্বাধীনতা, কিছু কিছু অপদেবতার
মূর্তি আঁকা মুখোশ পুতুল
এখানে কেমন করে পৌঁছবে সন্ধ্যার যুঁইফুল।
অবতবণের প্রয়োজন।

তাই হোক। ভালোবাসা হয়তোবা কাঙ্ক্ষিত মোহন পরাজয়॥

৪

অপমানও হয়েছে উর্বর
আকাশপাতাল ভাবনায়
ভরে গেছে রাঙা তেপান্তর
গভীর নালেখা কবিতায়।

প্রতিশোধ নিতে পারি মন
বড় বেশী দিয়েছ প্রশ্রয়
আমার হাতেই আমরণ
তোমার বিপুল অপচয়।

তোমাকে বিলিয়ে দেব কত
অর্থহীন পদচারণায়
আত্মনিপীড়ণে শত শত
আকাশপাতাল ভাবনায়।

বড় বেশি দিয়েছ প্রশ্রয়
সেই ছিল আমার পূর্বাশা৷
অপমান সেওতো বিস্ময়
দুজনেই তবে ভালোবাসা ?

৫

তবে কি নিছক আয়নায় মুখ দেখে
পদতলে মাটি অতলে তলানো দেবতার অভিলাষ ?
তবে কি তন্বী দারুণ মিথ্যা, শুধু শিখণ্ডী রেখে
আত্মহননে ব্যস্ত নার্শিসাস ?

তবে কি নিছক উপচারগুলি শুধু উপচারই নয়,
অনুকূল জলবায়ু ?
হৃদয় মেলানো ছায়ানিকুঞ্জে গাছে গাছে তন্ময়
উপচারগুলি শুধু উপচারই নয়
ওখানে নিহিত লাবণ্যময় জ্যোৎস্নার পরমায়ু।

তন্বী, তোমার আপন বলতে কিছু নেই কিছু নেই
অবয়বটুকু ছাড়া
ছুটির দিনের প্রমোদমুখর বিলাসী উদ্যানেই
তুমি যেন এক রোপিত গোলাপচারা।
অবয়বটুকু ছাড়া
তোমার যাকিছু সবইতো আমার পতনে উত্থানেই।

তবে কি নিছক আয়নায় মুখ দেখে
পদতলে মাটি অতলে তলানো দেবতার অভিলাষ ?
তবে কি তন্বী দারুণ মিথ্যা, তোমায় সামনে রেখে
ভালোবাসা হোল মুগ্ধ নার্শিসাস ?

চুরি

পুষ্পাধারে আমন্ত্রণ রেখে গেছে উদাসীন বনরাজিনীলা
পুষ্পাধার কই,
কে সরালো, ঝাউতলার হাট থেকে বেছেবেছে কিনে এনেছিলাম সেদিন
দেখাদেখি জুটেছিল শোনপাংশু সম্প্রদায়, ঘর
গানেগানে উতবোল নদীতট, পৌর্ণমাসী ঘনাতো সহজ।

সাঁওতাল পাড়ায় বাজে মাদলেব শব্দ. আমন্ত্রণ
রেখে গেছে উদাসীন বনবাজির্নীলা
পুষ্পাধাব কই
ভোর বাত্রে জানলা ভেঙে ঢুকেছিল প্রতিদ্বন্দ্বী চোব
অথচ সিন্দুকে আঁটা নিবেট গোদরেজ।

সামান্য অনবধানে সর্বস্বান্ত আমি
খোদাইকরের সংখ্যা, নতশির, নির্বিশেষ ফাঁকা
অথচ চোরের স্বার্থ পুষ্পাধারে কোনদিন ছিল না থাকে না।
দুর্বোধ্য অসূয়াটুকু নিয়ে
যাব তৃপ্তি পবিত্রাণ মাদলেব শব্দে তাব ভাবী বয়ে গেছে।

বর্ণভেদে বেঁচে আছি

বর্ণভেদে বেঁচে আছি।   কী রং তোমার জন্যে হবে
নির্দিষ্ট করেছি আমি নিজে।
তুমি ওই বর্ণরেখা বেয়েবেয়ে মিশে যাবে স্বচ্ছ সরসীতে
সেখানে কেবল
তোমারই যে অবগাহনের
বিশেষ ব্যবস্থা আছে, এ তালদিঘিতে আর কারও
ঘটিও ডোবে না।

এটুকু আমার অধিকার

কণ্টকমুকুট পরে কেটে যায় উন্নিদ্র রজনী
এমন দায়িত্ব তুমি তুলে দিলে নির্বিচারে স্বেচ্ছাবৃত পরাধীনতায়
তোমার পথের সীমা আমাকেই কেটে দিতে হয়
পথের দুধারে ছায়াতরুগুলি সুবাতাস তৈরি করে দিতে হয়, আর
অসহায় দুর্বলতা চিড়চিড়ে যে শোণিত নিরন্তবহতা
তাই দিয়ে বর্ণরেখা টেনে দিই, তুমি
আমারই নির্মান বেয়ে মিশে যাবে স্বচ্ছ সরসীর
অসামান্য জলে।

অতর্কিত

এভাবে তোমার সঙ্গে অতর্কিত দেখা
ভ্রমণের শিথিল প্রস্তাব ;
রৌদ্রালোক নামঞ্জুর, জলবিম্ব, অতর্কিত দেখা
স্পষ্টতর বলে দেয়, চন্দ্রলেখা পড়বার মতো আছে আলোর অভাব।

অন্ধকার স্পর্শসহ আপোষের কবোষ্ণ উত্তাপে
নিয়ন্ত্রিত কক্ষটুকু চৌকাঠ গলির মোড় নিরীহ ফুটপাথ :
বিপরীত জলবায়ু তোমার সংলাপে
অলীক প্রপাত।

এভাবে তোমার সঙ্গে অতর্কিত দেখা
একদামুখস্থ কোন কবিতার ছিন্ন শব্দ চরণ স্তবক,
তারপর কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টি অন্বেষণ, তারও পরে ফের সেই একা
নিয়ন্ত্রিত প্রতীক যুবক।

ছাদের সিঁড়িতে তালা

মধ্যরাত্রে কোনদিন নক্ষত্রের সমারোহ দেখেছি কি ? না।
নিরুদ্দেশলোলুপতা কৃপণের মতো রোজ শৈশবসঞ্চয়
অগাধ ঘুমের মধ্যে ঢলে পড়ে ; দূরান্তের আমন্ত্রণে শতমুখ যে আকাশ
কূলপ্লাবী শিল্পের ভাষায়
ছাদের ওপর তাকে মধ্যরাত্রে দেখা যায় অথচ তখন
গহন ঘুমের ঘোরে মগ্ন হয়ে থাকি।
আমিতো কখনো তার নিজের মানুষ নই,
দিনান্তে কেবল থাকে বিছানার ঘনিষ্ঠ আদর
ভুলেযাওয়া প্রেমিকার বাহুর চেয়েও বেশি বালিশের কোমলতাটুকু
এবং আমার ঘর ব্যবহৃত বশীভূত জুতোর মতন
রক্তের স্বভাবে ভার স্বচ্ছ প্রতিভাস।
নিরুদ্দেশলোলুপতা শৈশবসঞ্চয়
মধ্যরাত্রে ঢলে পড়ে। সম্ভবত এইসব তত্ত্ব বুঝে নিয়ে
বাড়িওলা তালা দেয় ছাদের সিঁড়িতে।

ঘুমের আগে

আকাশ থেকে রৌদ্র সোজাসুজি
তোমার গায়ে
আঁকাবাঁকা নদীর ওপর ভ্রাম্যমান
সোনার নায়ে
স্বয়ম্প্রকাশ সহজতা, বুঝি।
ঘুমের আগে আরামে চোখ বুঁজি।

তবে শুধুই ঘুমের আয়োজন?
তোমার থেকে
দিবালোকের স্পষ্টতাকে চয়ন করে
শুধুই ছেঁকে
বুলিয়ে দেওয়া বজ্রাহত মন?
ঘুমের মধ্যে তোমার উপবন?

আমি চাই না ছায়ার সহজতা।
স্পষ্ট করে
দুহাত দিয়ে উপবনের মতন তোমার
শরীর ধরে
সন্ধ্যাভাষায় গভীর কথকতা
চাইতে গিয়ে বিপুল ব্যর্থতা।

ঘুমপাড়ানোর জন্যে শুধুই রোমন্থনের প্রথা?

আত্মগোপন

আত্মগোপন করেছি অনেক দিন
মুখরিত জনপদে।
যেন ভালোবাসি আমি আগ্রাসী চীন,
করেছি অনেক দিন
রাজদ্রোহিতা নিরীহ পরিচ্ছদে।

সকলে বলেছে আমি চুপি চুপি রোজ
ষড়যন্ত্রের কথা
বলেছি বিদেশে, লুকোনো সোনার খোঁজ
আমি চুপিচুপি রোজ
পেয়ে যাই, বাঁচি, মৃত্যুই অন্যথা।

মজুরি বিপুল ঔদাসীন্য, ছুটি
ভ্রমণের প্রশ্রয়।
আদেশনামাটি ছিঁড়ে ফেলি কুটিকুটি ;
ঔদাসীন্য, ছুটি
চৌরঙ্গিতে এতখানি বিস্ময় !

তোতনের জন্যে কবিতা

আর কোন আবরণ নেই টালাপার্কে রাধাচূড়া
দুর্নিবাব সরলতা আগুনে আগুনে দীর্ঘ শতাব্দীর অমল শুদ্ধতা
ছুটে আসে অধরোষ্ঠে তোতন আমাব
তোমার গায়ের মধ্যে আশরীব ডুবে যাই, নেই
তিলমাত্র প্রতিবোধ বাঁধ
উন্নয়ন কলকাতার চোবাগোপ্তা রেশনমাফিক সুজনতা
বিচূর্ণ ইঁটেব মতো চৌকাঠের ওপারে পড়ে আছে।

কে এমন বিস্ফোরণ শব্দহীন ইতিহাসহীন
কে এমন অস্ত্রহীন দিগন্তসীমাব
ফুলের আগুন দীর্ঘ শতাব্দীর অমল শুদ্ধতা
কী প্রবল শক্তি ধবে আমাকে উপড়ে নিল নকল মাটিব থেকে, আমি
সহজ হাওয়ার মধ্যে দলগুলি মেলে দিতে পারি।

তুমিই সে হাওয়া॥

অভিসার, দুপুরে

গ্রীষ্মের দুপুর ডাকছে, হে দয়িত এসো।
ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
উৎকণ্ঠা অবসাদ কাকে বলে জেনে নিও, মিলনবিরহ
স্মৃতি আর অনুতাপ ডাবের জলের মতো গলার ভেতর
উপভোগ করে নিও রোদে।

না, রাস্তা পেরিও না, ওদিকের ফুটপাতে ছায়া
বটগাছ সরবতের ফেরিওলা, তুমি
ওখানে যেও না, ওরা আমাদের শত্রুপক্ষ, সার্বজনীনতা।
তুমি ওই আমন্ত্রণে সাড়া দিলে আমি
আরও তীব্র খরশান, শব্দহীন ফিরে যাব নিজের সংসারে
আমারও সংসার আছে গাছের তলার মতো সুশীতল কলহবিহীন।
অথচ আশ্চর্য, দেখ, আমরা দুজনে গ্রীষ্ম, রৌদ্র, দ্বিপ্রহর।

হে গ্রীষ্ম দয়িতা, সব জানি।
আমরা দুজনে ওই শত্রুপক্ষ থেকে দূরে তীব্র প্রতিবাদ।
আমরা মিলিত হলে সমস্ত রোদ্দুর
চন্দ্রালোক, এ খবর তুমি আমি ছাড়া কেউ জানে নি জানে না।

কথা দিচ্ছি, যাব, ঠিক যেখানে বলেছ।

অদীক্ষিত পাঠকের প্রতি

যেমন ধরুন ভালোবাসা, সেও তো এমন পূর্বাপরহীন
অথচ তার জন্যে চাই অন্তরালে চর্যা প্রস্তুতি
দেয়াল থেকে কালিঝুলি ঝেড়ে ফেলা মেঝের থেকে ধুলো
জানলাগুলো দেখে নেওয়া ইচ্ছামত আলোঅন্ধকারের নিয়ন্ত্রণ
সোজা কথায়, আপ্যায়নের ত্রুটি যেন কোথাও না থাকে।

তৈরি থাকুন এমনিতর, স্বভাব থেকে বার করে নিন মাটি
আছে আছে প্রচুর আছে কারণ আপনি শিশু ভালোবাসেন
এবার পুঁতুন গোলাপচারা লোকে একে নানান নামে চেনে
কেউবা বলে দুর্বলতা, বিমুগ্ধতা, কেউবা বলে কবচকুণ্ডল
এরই জোরে জেনে রাখবেন আপনি টিকে আছেন।

আলো আসবে হাওয়া আসবে গোলাপচারা তখন
ফুটে উঠবে টকটকে লাল অথচ ভালোবাসার মতন পূর্বাপরহীন
আলোবাতাস, আর কিছু নয়, শিল্পতো এই আলোবাতাস
হঠাৎ যেন পথের মোড়ে দেখতে পাওয়া পরমা সুন্দরী।
তখন কি আর প্রশ্ন করেন, কেন, কেন, কেন ?

পাঁচ বছর পর সত্যি কথা

এবার তোমাকে দীর্ঘ ছুটি দিতে চাই তুমি একদিনও কামাই করো নি
রাত্রিতে আফিম এনে দিতে।
অথবা যেকোন ছুটি দিবানিদ্রাভারাতুর অবসরগুলি
অনায়াসে রাত্রিময় করে তুলতে কোনদিন আপত্তি করো নি
ঘোরতর দুর্যোগেও হাজিরা দিয়েছ ঘরে, ঘরের ভিতরে বিছানায়
যখন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি হয়, বজ্রপাত, পথঘাট জলে জলাকার
যখন বৃষ্টির শব্দে বিরহ শব্দের ধ্বনি মেশে
বজ্রপাতে মর্মলোক পুড়ে যায়, ক্লান্ত ক্লান্ত বলে
হাহাকার করে ওঠে সর্বাঙ্গ আমার
তখনো রয়েছে পাশে তুমি।

ছুটি নাও। তুমি কিছুদিন
পাহাড়তলীতে যাও, সমুদ্র অথবা কোন দূরদেশে আত্মীয় বাড়িতে।
মাঝে মাঝে চিঠি দেবে আমি কতদিন
নীল খাম, নিদ্রাহীন মধ্যরাত্রি, রজনীগন্ধার গীতিকাব্যখানি আমি কতদিন
ডায়েরির পাতার মধ্যে রেখে দিইনি, পাঁচটি বছর।
দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে
চোখ মেলে দিও তুমি প্রতীক্ষায় দুয়ারে যদিবা কারো রথ এসে থামে।
চলে যাও দার্জিলিং অথবা সমুদ্রতীরে দীঘার সৈকতাবাসে
আমারই মতন এক দুর্বোধ্য বিরহ নিয়ে থাকো।

আমিতো বিরহ থেকে শিখেছি অনেক :
হৃদয় থাকে না শূন্য কোনদিনও, পাঁচবছর আগেও ছিল না।
তোমাকে আমার আলো অন্ধকার নাবালক উন্মাদনা আত্মবিস্মরণ
অজস্র দেবার পরও অবশিষ্ট থেকে গেছে, আমি তাই নিয়ে কিছুদিন
স্বায়ত্তশাসিত হব, মগ্ন থাকব আকাঙ্ক্ষিত স্বৈরাচারিতায়
যাকে ইচ্ছে শাদা চোখে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে উঠব, আমি যে তোমারই…
আমার নিজস্ব ভাণ্ডে পড়ে থাকে রমণীয় চরিত্রহীনতা।

এবার তোমাকে দীর্ঘ ছুটি দিতে চাই, তুমি দরখাস্ত করো॥

নিয়তির দুরন্ত জ্যোৎস্নাতে

প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, জ্যোৎস্না রাতে বনে যাবোনাকো।
বিশ্বস্ত হবার
করেছি প্রবল অঙ্গীকার
সিঁথির সিঁদুরে রাণী, তুমি বলেছিলে, 'কাছে থাকো।'

অথচ জ্যোৎস্না জাগে অনেক উঁচুতে
নিষিদ্ধ প্রদেশ
চন্দ্রমা ছড়ায় নিরুদ্দেশ
যমুনার কলস্রোত বাঁধে না কিছুতে।
প্রতিজ্ঞা ধূলায় হোল ধূলি,
নিষিদ্ধ দুয়ারে টোকা দিয়ে যায় আমাব অঙ্গুলি।

ভেঙে গেল পুরনো মন্দির
চেয়ে দেখছে হতবাক দর্শকের দল
আমার কানেব কাছে ধিক্কার শোনায় অবিরল :
আমি তো বধির।
মর্মবিত স্বেচ্ছামৃত্যু উপদ্রুত বনান্তরে, রাতে
নিয়তিব দুরন্ত জ্যোৎস্নাতে।

স্বয়ংসম্পূর্ণ বহু ফ্ল্যাট

একটিই নিবেদন : অবিশ্বাস কোর না আমায়
চিলেকোঠার ঘরখানি তোমারই জন্য রেখে দিয়েছি, বৃষ্টির
দৃশ্য দেখতে ভালোবাসি দুজনেই, সমস্ত শহর
কেমন বিদেশি লাগবে চিলকোঠার জানলা দিয়ে, যেমন এখন
চেয়ে দেখছি মননের তেরতলা ভবনের সারি
ঝাপসা হয়ে গেছে, আর বাতাসের সঙ্গে তাল দিয়ে
গ্রীষ্মের গাম্ভীর্য ফেলে হৃদয়ের ডালপালাগুলি
নাচানাচি স্বরু করে। অবিশ্বাস কোর না, পরমা।

অথচ আরও নানা বিশ্বাসের মাধুকরী ব্রত মানতে হয় !
তোমার ঘরের বাইরে কত পথ স্বাভাবিক এঁকেবেঁকে জীবনবিষয়ে
নীরব বাগ্মিতা করে। আমি তার সম্মোহনে এখানে ওখানে
যাকে পাই বলি শুধু, অবিশ্বাস কোরনা আমায়,
তোমার থাকার জন্যে স্বাস্থ্যকর ঘর আমি নিয়েছি, পৃথিবী
রীতিমত দলবল নিয়ে আসবে ব্যবসার চতুর ধান্দায় !

স্বয়ংসম্পূর্ণ বহু ফ্ল্যাট নিয়ে'আমিওতো তেরতলা আজব প্রাসাদ !

ভূপৃষ্ঠের নীচে

ভূপৃষ্ঠের নীচে অন্ধকারে
জন্মমৃত্যু নিয়ে ছেলেখেলা
পাপবোধ চূর্ণ করে ফেলা
ওই দূরে বৈতরণী পারে···
এই কি পাতাল ? চতুর্দিক
আলোছায়াখচিত প্রান্তিক।

পর্দাগুলো ফেলে দাও, কানে
সমুদ্রের ধ্বনির আঘাত
থেমে যাবে, আসে মধ্যরাত
খেলাঘরে, বক্ষে, মাঝখানে।
অগণন ভ্রমণবিলাসী
দেখুক বিধৌত বালুরাশি।

ভূপৃষ্ঠের নীচে পারিজাত
ফুটে ওঠে মৃত্যু থেকে, মাটি
প্রস্তুতিবিহীন তবু খাঁটি
কবিতার, এই ধূলিসাৎ
পাপবোধ আর অন্তবাল,
অবলুপ্তি, এই কি পাতাল ?

এভাবে আর কতদিন

কি হবে এই ফাঁকা উদার আঙিনায় দাঁড়িয়ে
তোমার করুণায় সে যাদু কই
কোথায় তটভূমিছাপানো আলোড়ন ? চাই না বিশ্রাম, ধন্যবাদ

দুপুর ধূ-ধূ করে, বিকেল ম্লান, বেলা যায়
প্রহর অপমানে করুণ ধূসরিমা, শত্রু কেউ নয়, তুমি
তুমিই একাধারে দাতা ও গ্রহীতা, হে আত্মভুক কালপুরুষ !

অথচ অবকাশ চেয়েছিলাম।
হাওয়ায় মেলে দেব আমার সহজাত ডানা সমান্তর পৃথিবীতে
তোমার দক্ষিণ মুখের দয়া দিয়ে হৃদয় ধুয়ে দেবে, সুখ।

তীব্র অপমান, শূন্য হ্রদে প্রেম লুণ্ঠিত।
স্বজন গম্ভীর, দেয়াল বালিখসা, এরই পরে,
রৌদ্রছায়া খেলে, এসব তোমারই তো বিষম অবদান, খেলা।

অথচ মুক্তির ইচ্ছা অহরহ হানে আঘাত
অথচ প্রতিক্ষণে তোমার সুনিপুণ অস্ত্রাঘাতে আমি ধূলিসাৎ।
দাতার রূপ ধরে অরূপ শয়তান, এভাবে আর কতদিন ?

নির্বাচন

নির্বাচনেব প্রয়োজন , দুনৌকোয় পা বাখতে নেই
অথচ অপক্ষপাত আমায় ডুবিয়ে দিল জলে
ওখানে জলের স্বাদ নেই
দমচাপা অন্ধকাবে ফুলেব সৌবভ নেই, দুনৌকোয় আমি
পা বেখেছিলাম , একটি পণ্যবাহী মহাজনী, অন্যটি নিছক
ফাঁকা ডিঙি, অশিক্ষিত মাঝি, শুধু চায়
তবঙ্গেব খেয়ালী প্রশ্রয় ।

নির্বাচনেব প্রযোজন । দুর্গাপুব বাউবকেলা থেকে স্থরু কবে
অনির্দেশ্য তীরভূমি সকলেই নিজস্ব ভাষায়
মহিমা প্রচাব কবে, পায়েব তলাব মাটি কিনে নিতে হলে
মহাজনী নৌকা ছাড়া নির্ভবতা নেই,
মাথাব ওপবে ব্যাপ্ত নীলিমাকে এনে দিতে পাবে
অশিক্ষিত মাঝিব বন্ধুতা ।

অথচ অপক্ষপাত আমায় ডুবিযে দেয জলে ।
কে আমাকে ডিঙ্গি থেকে ডাঙ্গায় উত্তীর্ণ কবে দেবে
নিয়ে যাবে সমন্বয়ে তৃষ্ণায এবং তৃষ্ণামেটানো ঝর্ণায় ?
তুমি পাবো, ভালোবাসা, তুলে নিতে দীপ্ত স্বাভাবিকে ?

কবিতা লিখিয়ে নিলে

তুমি যে আমায় দিয়ে কবিতা লিখিয়ে নিলে একাধিক, আমি
স্বীকার করেছি বাহাদুরি।
তুমি কাজ বাড়িয়েছ স্বীকার করেছি এই অতিরিক্ত শ্রম, পলাতক
রাত্রিগুলি নিমজ্জন আত্মভুক দুর্বলতা চ্যুতকেন্দ্র হয়ে
ইতস্তত ভ্রাম্যমান, আমি
সেসব আবার খুঁজব তোমার এমনই প্রযোজনা।
হয়তো তাদের কেউ রেডরোডে মদমত্ত কোন অশ্বারোহী সাহেবের
মূর্তিতে প্রস্তরীভূত কেউবা রহস্যময় শহরতলীর
নিরালা রাস্তার পাশে অনাদৃত জঙ্গলের ছায়াঘন গাছ
আবার হয়তো কেউ অভিমানে মুখ ভারি করে
নীলজামা গায়ে দিয়ে জাহাজি বনেছে!

স্বীকার করেছি এই অতিরিক্ত শ্রম কবিতায়
আত্মবিনিয়োগ, কিম্বা, মনেমনে অনিদ্রার মধ্যে দিয়ে যাই
পর্যটনে, স্বয়ংক্রিয় নিশ্চেতনা থেকে
জাগিয়ে দিয়েছ তুমি, গ্রীষ্ম বর্ষা অনাবৃষ্টি পরাজয় থেকে
আমায় আড়াল করে প্রণোদিত করেছ গভীর।

গীতবিতান দ্বিতীয় খণ্ড

নিয়ে যাও তাক থেকে যা ইচ্ছে, বই পড়লে মাথা ধরে যায়
এখন সময় পেলে ভালো লাগে চৌরঙ্গিপাড়ায়
আত্মগোপন করে থাকা
জামার ভেতরে ত্বক, ত্বকের ভেতর সব ফাঁকা।

এই নাও এলিঅট কাফকা টমাস মান জয়েস বিষ্ণু দে
মননের ঝাঁজালো ওষুধে
কাজ হয় না আজকাল। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ক্ষয়ে যায় চটি।
সব নাও রেখে দিও শুধু গীতবিতানের দ্বিতীয় খণ্ডটি॥

দার্শনিক সুখে

শস্যক্ষেত্রে যেতে হলে অনায়াসে যেতে হয়, যেতে পারে হৃদয়ী আবেগ
আমাতে কোথায় সেই উত্তরণ, আয়াসহীনতা ?
আমি কি কখনো ওই শস্যের অগাধ দীপ্ত হরিতে হিরণে
হারাব না ?   সফলতা চিরদিন দূরে থেকে যাবে ?

সারারাত্রি ঘুম নেই, সামনে পৃষ্ঠা অনুর্বর শাদা
একপাশে ব্যর্থকাম কলমের করুণ ক্ষমতা
কত দৃশ্য, স্মৃতি, রাত্রি, তটভূমি, বান্ধবীর গর্বিত আঁচল
একে একে চলে গেল ; আমার নাগালে তারা দিলনাকো
একছত্র আগ্নেয় কবিতা ।

আপাতত পেতে চাই অতর্কিতে কোন মূর্তি স্পষ্ট অবয়বে
তাহলে ছড়িয়ে যাবে প্রেমিকের বিরল প্রতিভা
অথবা দৈবের কাছে প্রতিভা প্রার্থনা করি ; সফলতা এলে
উজ্জ্বল শস্যের ক্ষেত্রে আমাকে শায়িত দেখব দার্শনিক সুখে ॥

প্রকৃতি না কল্পনাও না

তোমায় পেতে হলে আমায় তোমার কাছেই যেতে হবে
হৃদয় নয় আপাতত লক্ষ্য তোমার বাড়ি
কড়া নাড়ব সময়োচিত দ্বিধায়
তুমি আসবে, স্পষ্ট করে দেখব তোমায়, নারী।

ওসব থাক আকাশ কিম্বা আকাশ দেখা
অপাপবিদ্ধ উপবনের ফুল
ওসব থাক আপন আপন সার্বভৌম দেশে
পাহাড় নদী নদীর উপকূল।

কেউ দেবে না, প্রকৃতি না কল্পনাও না
যেতে হবে তোমার বাড়ি যদি
পেতেই হয় স্পর্শ দিয়ে লক্ষদিনের বিপুল ভালবাসায়.
তুমিতো নও শব্দেলেখা ত্রিকালজয়ী চতুর্দশপদী।

এক একটা কথা বড় গেঁথে যায়

এক একটা কথা বড় গেঁথে যায় ভূপৃষ্ঠের নীচে
অনেক তলায় দৃঢ় বেঁচে থাকে, তার পাশে আরও কত কথা
স্বতই ছড়িয়ে গিয়ে ক্রমেক্রমে ছায়াঘন বনস্পতি হয়
তাদের স্পর্ধিত শির মৃত্যুর চেয়ে বড় বহুগুণ। মৃত্যুকে তখন
বামনের মতো লাগে হাস্যকর অথচ করুণ।

সেইসব কথা নিয়ে মাঝেমাঝে অন্তরঙ্গ বনমহোৎসবে
মেতে উঠি ; চলে আসি বিশ্ব থেকে বাড়ির ভিতরে।
স্পষ্ট এক অন্তরাল তৈরি হয় স্বেচ্ছাপ্রয়াণের
অলৌকিকে। কাকে আমি কৃতজ্ঞতা সঁপে দেব, আর কেউ নেই
তুমি ছাড়া আর কেউ নেই।

দৈবের মতন কেন কথা বলো, মনে হয় ঝড়ের নিশীথে
আকাশের মধ্য থেকে দেবতার কণ্ঠস্বর আনম্র বজ্রের মতো
গেঁথে যায় স্নায়ুর ভিতরে।
কেন সূর্য হয়ে যায় আমার যন্ত্রণা, কেন আমার কল্পনা
বৃষ্টি হয়, কেন স্মৃতি অনুকূল হাওয়া···
ভরে যায় বনতল কবিতার ছায়াঘন অসংখ্য উদ্ভিদে।

পাতার মর্মর ধ্বনি ফিরে আসে বারবার শ্রুতির দুয়ারে
বক্ষোদেশ শব্দময় হিল্লোলিত ফসলের ক্ষেতের মতন।
অগাধ আনন্দ জাগে। প্রিয়তমা, মাঝেমাঝে বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে
তীব্রতর বনফুল প্রতিধ্বনি করে : ওগো তুমি
কখনো মরার নাম মুখে আনবে না।

অজ্ঞাত হাওয়ার মধ্যে

অপরিচয়ের নিশীথ কখনো ফুরোতে দেব না।

কান্নাহাসির সম্প্রীতি বুকে নিয়ে
তুমি কি বলছ, হে বিজন বহুকাঙ্ক্ষিত ক্ষণ
দ্বিধার পাহাড় ছাড়িয়ে কোথায় আমায় ডাকলে দুহাত বাড়িয়ে
সবই রয়ে গেল বোধের ওপারে, হে নিশীথিনি।

প্রহরের পর প্রহর কেটেছে, নায়িকা আমার
সমর্পণের নমিত রেখায় সুন্দরতর।
অন্তবিহীন দিন কেটে গেছে, নায়িকা আমার
বাঁধ-ভেঙে-দেওয়া হৃদয়ের কাছে আগুনের ঘর।
এই সুনিবিড় যুগ্মতা, মন—সবইতো জেনেছি :
অগ্নিমুখর দেহের মধ্যে চিন্ময়তার
দীপ্ত শ্লোকের চতুরালি দেখে বিজ্ঞ ভেবেছি :
তবুও প্লাবনে নাচের ঘূর্ণি ; নায়িকার সারাদেহ
ভেসেও অটুট ধ্রুবমণ্ডলে উজ্জ্বল স্থির আগেরই মতন।

বন্ধু আমার, হে বিজন বহুকাঙ্ক্ষিত ক্ষণ,
জানার পরিধি ভেঙেচুরে দিয়ে কোথায় এনেছ
এই হাসি এই চোখের পাতার কম্পিত আভা কখনো দেখি নি।

অরণ্যভূমি তোলপাড় করে অজ্ঞাত হাওয়া। আমি চিরকাল
বিস্মিত থেকে যাব॥

অন্যতর জন্মমৃত্যু

অন্যত্র কপট স্বর্গে আত্মহারা মাতাল মৌমাছি :
কুসুমে কুসুমে রাখি চরণের চিহ্নগুলি স্পর্শলোভাতুর।
যাকিছু মোহন তার কবিত্বের নম্র ছায়াতলে
বসে থাকি। পুষ্পদল, তোমাদের কাছে আমি ঋণী।

দ্বিখণ্ডিত জন্মমৃত্যু। দেহের আধার তাই আরও
নিভৃত সঞ্চয় রাখে যত্ন করে ; বনজ স্বভাব
রক্তের পল্লবে গুপ্ত শেষহীন গন্ধবহ ফুলের মাতন
এবং এখানে আমি মন্ত্রমুগ্ধ সাপ হয়ে আছি

কেবল তুমিই জানো শহর শহরতলী, অন্তর বাহির।
কপট স্বর্গের আলো বিদ্ধ করে নিয়তির মতো
ফুল হলে মূর্তি হলে শংকর তলায় অনায়াসে।
অথচ এখানে নেই বিন্যস্ত অটবী নীলাকাশ !

পৃথিবীর মতো সব সহ্য করো। আত্মার শিকড়ে
প্লাবন ঝড়ের বেগ কতবার অভিঘাত হানে।
তুমিও কি বৃষ্টি নও ? বিপর্যয় ? প্রমত্ত সাগর ?
এসব স্মরণাতীত কালের স্বগত উক্তি বাতাসে সন্তরে॥

চিন্তার বিপক্ষে

আমাব সম্মুখে তুমি পবিণত দীর্ঘ ঋজু গাছ।
ঊর্মিমালা স্তব্ধ হয়ে লেগে আছে শাখায় শাখায়
এবা বুঝি ফুলদল, অভিনব দৃশ্যে চেয়ে যায়
নীলিমা, আমাব দৃষ্টি :   তুমি নম্র ছায়াঘন গাছ
অলজ্জ কামেব পার্শ্বে হিল্লোলিত উপবনচাবী ,
হাতের কাছেই পাব বাশিবাশি সান্ধ্য যুঁই বেল
গভীব বাত্রিব ঘ্রাণ বাযুভূত, হৃদয উদ্বেল ,
সারা বক্ত উচ্ছৃঙ্খল, বলে ওঠে, আমি যে তোমারই।

যাব না যাবনা বৃথা খবস্রোতা নদীব ভিতব
সেখানে কুটিল দ্বিধা ঘূর্ণিজালে তবণীব ভুলিযেছে দিক
প্রেম মৃত্যু দেহ মায়া থবেথবে সাজায প্রান্তিক,
কোথাও আনে না নদী তটভূমি, মুগ্ধতাব ঘব।
অবাধ্য কেন যে বক্ত, আকণ্ঠ তবুও কেন মন,
সেখানে মন্ত্রিত নিত্য আমাদেব প্রথম দর্শন।

শিল্পীর জন্য শোক

গভীর অন্তর তার পঙ্গু করে মহানন্দে নৃত্য করো, সুখ।
নিবিড় মোহিনী স্পর্শ বিষ আছে ; গোপনে গোপনে
নরম মাটির বুক কুরে কুরে খেয়ে গেছ বল্মীকের মতো।
উন্মীলিত ফুলদল ঝরে আছে স্মৃতির ওপারে।

প্রেমিক, স্মরণ করো নীলিমায় একদিন দুর্বোধ্য বিষাদ
সমাচ্ছন্ন রেখেছিল প্রথম দেখার কূলপ্লাবী
সমুদ্রের কল্পমূর্তি ; অবুঝ দুঃখের ধারাজল
হৃদয়ের অন্ধকারে অবিরল রিমঝিম শবদে বরিষে…
সেদিন আকণ্ঠ জ্বালা রক্তের ভিতর হতে দীপ্ত বিকশিত
পল্লবে পল্লবে তার বেজেছিল যাদুকরী শিল্পের বাতাস।

উন্মীলিত ফুলদল ঝরে আছে স্মৃতির ওপারে।
সার্থক প্রেমিক, তুমি চেয়ে দেখ মায়াবিনী আলোর প্রপাত
সারা অঙ্গে রেখে গেছে অবসিত বিস্ময়ের ছায়া
কেননা অন্তর জুড়ে সমর্পিত নায়িকার স্পর্শ রাখে সুখ।

শূন্য স্তব্ধ বনাঞ্চল, ছিন্নভিন্ন পাণ্ডুলিপি আর
এরই মাঝে পড়ে আছে অনাদৃত প্রাণহীন সুকুমার দেহ।
কে তাকে জাগাবে ; তুমি মৃত্যুরেই ভালোবেসে বাঁচো
নিবিড় মোহিনী স্পর্শে-হে আবিষ্ট আনন্দিত নির্বোধ প্রেমিক।

ছায়াচ্ছন্ন পশ্চাতের দিকে

ওরা যে বধির করে গর্জমান দুঃস্বপ্ন অকূল
সম্মুখে কেবল দেখি আবছায়া দিবসরজনী
এ পথে নিয়ত চলি ইচ্ছা কি অনিচ্ছা কিছু বুঝি না জানি না।

পিছনে দুহাত তুলে কে ডাকছে? দিগন্তরেখাটি।
সে যে আত্মহারা ছিল রক্তের রণনে সে যে কতযুগ আগে
সে যে বড মায়াময় নায়িকাব অনুপ ভ্রূলেখা··

জানে না কুয়াশা কত অনিশ্চয় অনিবার্য কত
অদৃষ্টের মতো টানে পতনে কাঁটায় অবলোপে
অথবা বাতাসহীন সোনার নরককুণ্ডে আমিও জানি না।

গোধূলির সূর্যে কিম্বা বাদলের প্রথম কদম
ফুলেব সলজ্জ দলে যে ভাষা ফোটালে তুমি, হে দিগন্তরেখা,
তার ভাষা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসে, আমি

চলে যাই, যেতে হয় দূরে, সামনে আবছায়া দিবসরজনী
পিছনে তুমিও ক্রমে বিস্মরণ, স্তব্ধ, মৌন, আর
শ্রুতিরে আঘাত করে গর্জমান দুঃস্বপ্ন অকূল

এবং এখনও চোখ চলে যায় ছায়াচ্ছন্ন পশ্চাতের দিকে।